রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, জুলাই ২, ১৯৮৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ঢাকা।

(দোকান কর)

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৭ই আষাঢ়, ১৩৯৫/১লা জুলাই, ১৯৮৮

নং এস, আর, ও ১৮৬-আইন/৮৮—Finance Ordinance, 1984 (XLII of 1984) এর section 11 এর sub-section (5) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার **Shop Tax Rules, 1984** এর নিম্নরূপ সংশোধন করিলেন, যথা:—

উপরিউক্ত Rules এর—

(১) rule 4 এর sub-rule (1) এ "ninety days" শব্দগুলির পরিবর্তে "sixty days" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(২) rule 5 এর—

(ক) sub-rule (3) তে, "after giving the owner, occupier or management an opportunity of being heard" শব্দগুলির পরিবর্তে "to the best of his judgement" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) sub-rule (4) এ, "two years" শব্দগুলির পরিবর্তে "one year" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

মূল্য : ৩০ পয়সা

(গ) সংশোধিত sub-rule (4) এর পর নিম্নরূপ নূতন sub-rule (5) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (4), assessment under this rule may be made in respect of a case pending before the Assessing Officer on the 1st July, 1988 within two years from that date."।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ছাইদুল হক চৌধুরী
অতিরিক্ত সচিব।

(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৭ই আষাঢ়, ১৩৯৫/১লা জুলাই, ১৯৮৮

নং এস, আর, ও ১৮৭-আইন/৮৮—Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) এর section 44(4)(b) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এতদ্বারা নির্দেশ দিলেন যে, কোম্পানী নহে এইরূপ কোন করদাতা ১৯৮৮-৮৯ কর বৎসরের আয়কর রিটার্নের "অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়" খাতে কোন আয় ঘোষণা করিলে অনুরূপ ঘোষিত আয়ের উপর অনুচ্ছেদ ২ এর বিধান সাপেক্ষে, ২০% হারে আয়কর প্রদেয় হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে ঘোষিত আয়ের উৎস সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ১৯৮৮-৮৯ কর বৎসরের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বৎসরে "অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়" খাতে নির্দিষ্ট উৎস হইতে যে আয় করদাতা তাঁহার রিটার্নে দেখাইয়াছেন এবং যাহার উপর স্বাভাবিক হারে করারোপ করা হইয়াছে, সেই প্রকারের আয় এই রেয়াতি হারের শ্রেণীভুক্ত হইবে না।

২। প্রথম অনুচ্ছেদের অধীন ঘোষিত আয়ের ৯০% ১লা জুলাই, ১৯৮৮ হইতে দুই বৎসরের মধ্যে কোন নূতন শিল্পে বিনিয়োগ করা হইলে উক্ত ঘোষিত আয়ের উপর ২০% হারের পরিবর্তে ১০% হারে আয়কর প্রদেয় হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত "শিল্পে বিনিয়োগ" অভিব্যক্তিতে নিম্নরূপ বিনিয়োগ বুঝাইবে, যথা ঃ—

(ক) দ্রব্যাদি উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ;

(খ) যন্ত্রপাতি, প্ল্যান্টস, যন্ত্রাদি এবং সর্ব প্রকার সরঞ্জাম প্রস্তুতকরণে বিনিয়োগ;

(গ) দফা (ক) বা (খ) তে বর্ণিত বিনিয়োগে ব্যাপৃত কোন কোম্পানীর নূতন শেয়ার বা ষ্টক এ এই শর্তে বিনিয়োগ যে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারী উক্ত শেয়ার বা ষ্টক ক্রয়ের তারিখ হইতে দুই বৎসরের মধ্যে হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

৩। (১) প্রথম অনুচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদ ২ এর অধীন সুবিধা পাইতে হইলে রিটার্ন দাখিলের সময় বা তৎপূর্বেই প্রথম অনুচ্ছেদ বা, ক্ষেত্রমত, অনুচ্ছেদ ২ এর বিধান অনুযায়ী প্রদেয় আয়কর পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) যদি কোন করদাতা প্রথম অনুচ্ছেদের অধীন ঘোষিত আয় অনুচ্ছেদ ২ অনুযায়ী কোন নূতন শিল্পে বিনিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ১০% হারে আয়কর পরিশোধ করেন, কিন্তু পরবর্তীতে উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অনুরূপ বিনিয়োগ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত ঘোষিত আয়ের উপর ২০% হারে আয়কর প্রদেয় হইবে এবং উক্ত আয়করের যে অংশ ১০% হারে পরিশোধিত আয়করের অধিক হইবে সেই অংশ উহার (অপরিশোধিত অংশের) উপর বার্ষিক ১৫% হারে সরল সুদসহ প্রদেয় হইবে।

৪। করদাতার "মোট আয়" নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে প্রথম অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আয়ের অংক অন্যান্য আয়ের সহিত একীভূত করা হইবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ছাইদুল হক চৌধুরী
অতিরিক্ত সচিব।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা, কর্তৃক মুদ্রিত।
খোন্দকার মাহফুজুল করিম, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।